নির্ভয় বাণী

বা

মারেফাত ভান্ডার

আল্লামা আকরব আলী রেজভী

সুন্নী আল-ক্বাদরী

নির্ভয় বাণী
বা
মারেফাত ভাণ্ডার

মুজাদ্দেদে জামান, মুনাজেরে আজম, মহিউসছুন্নাহ্
পীরে কামেল, আল্লামা
গাজী আকবর আলী রেজভী
(ছুন্নী আল্-ক্বাদেরী)
নেত্রকোণা।

১ম প্রকাশক ঃ
মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম রেজভী
২য় প্রকাশক ঃ
খাদেম রফিকুল ইসলাম রেজভী
খাদেম নজরুল ইসলাম রেজভী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ
❑ ডাঃ মোস্তফা রেজভী
০১৭১৬-১০১২১০
❑ মোহাম্মদ বাদল রেজভী
০১৮১৩-১২৩৬৩৬
❑ মোঃ শামীম রেজভী
ঘোড়ামারা, কুমিল্লা।
০১৯১২-৮৬৫৫৬০, ০১৮১৩-৭৬৮৯৯০

প্রথম প্রকাশ কাল ঃ
১৩ হিজরী, ১৩৮০ বাংলা, ১৯৭৩ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ কাল ঃ
১৪ সফর ১৪২৮ হিঃ
১০ ফাল্গুন ১৪১৪ বাংলা
২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ঃ
ইকবাল # গ্রাফিক্স মিডিয়া
নিউমার্কেট, কুমিল্লা।
মোবাঃ ০১৫৫৮-৩২১২০০

হাদিয়া ঃ ৩৫/- (পঁত্রিশ টাকা) মাত্র।

মুদ্রণে ঃ
প্রেসমার্ক প্রিন্টিং
নিউমার্কেট, কুমিল্লা।
মোবাঃ ০১৮১৮-৮১৭৩৭৭

সৌজন্যে ঃ **মুহাম্মদ ছাদেক রেজভী,** কাঁটাবিল, কুমিল্লা।
মোবাইলঃ ০১৯১৮-৬২১৯৭৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে অফুরন্ত শোকরিয়া এবং সাথে সাথে অগণিত দরুদ ও সালাম জানাই দোজাহানের রহমত, ঈমানের মূল, হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহের নূরানী কদম মোবারকে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু

আজ চিরন্তন সত্য কথাটি আরেকবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, যুগ-যুগান্তর ধরে ইসলামের যারা ক্ষতি সাধন করেছে, তারা ইসলামের ছদ্মাবরণেই তা করেছে। যাদেরকে কোরআনের ভাষায় বাতেলে প্রতারক বা একথায় মোনাফেক বলে। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত মোনাফেকরা বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং তাদের সন্তানাদিকে ধর্মের আবরণে প্রকারান্তরে ধর্মবিদ্বেশী হিসেবে গড়ে তুলেছে। তথা ঈমান ও আকাঈদের পরিপন্থী করে ইসলামের সূত্র তৈরীর অগণিত কারখানা গড়ে তুলেছে। এমতাবস্থায় ইসলামের মূল ধারা আকাঈদ **আহ্‌লে সুন্নাতওয়াল জামাতের আদর্শের আলোকে ঈমান ও আকাঈদের খেদমতকল্পে "মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম" আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।** তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানে আপনার সন্তানকে শিক্ষাদানের সুযোগ করে দিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ নেয়ামত ও রহমতের বাগিদার হয়ে ঈমান ও আকাঈদের উপর নিজেকে সমুন্নত থাকার আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি।

সালামান্তে-

মুহাম্মদ ছাদেক রেজভী
সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক
তা'লিমুচ্ছুন্নাত ওয়াআল জামাত
কুমিল্লা শহর শাখা।
মোবাঃ ০১৯১৮-৬২১৯৭৪

আলেম হও, না হয় আলেম এর ছাত্র হও, না হয়
ছাত্রের সাহায্যকারী হও। ইহাই মুক্তির পথ।

ইমাম গাজ্জালী (রহমতুল্লাহ্ আলাই)
ইয়াই উলুম প্রথম খন্ড ৯ পৃষ্ঠা

প্রাপ্তিস্থান

১। রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর, নেত্রকোণা।

২। খাদেম রফিক রেজভী, কিশোরগঞ্জ।
মোবাঃ ০১৭১৪-২৯৭৪০৬

৩। খাদেম নজরুল রেজভী, কিশোরগঞ্জ।
মোবাঃ ০১৭২০-০৩৪৩৮৪

৪। রেজভীয়া খানকা শরীফ, ঘোড়ামারা, কুমিল্লা।

৫। প্রেসমার্ক প্রিন্টিং, নিউ মার্কেট, কুমিল্লা।
মোবাঃ ০১৯১৮-৬২১৯৭৪ (ছাদেক)

*** সমাপ্ত ***

প্রকাশকের আরজ

মহতো-মহীরান সদা বিরাজমান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে এবং তাঁদীয় মাহবুব আলাই-হিচ্ছালামের তোফায়েলে আমরা হযরত মোরশেদুনা আমীরুশ শরীয়ত ইমামুত তরিকত্ হাদীয়ে জামান শাহ্ ছুফি আল্লামা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল্-ক্বাদেরী ছাহেব কেবলার 'নির্ভয় বাণী বা মারেফাত ভাণ্ডার' নামীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। কেতাবখানা বাস্তবিকই নামের মধ্যে অভিব্যক্ত, অর্থ্যৎ উভয় জগতের নির্ভয়ের ঘোষণা তথা মুসলমান সমাজের জন্য অন্ধকার জগতে আলোকের সন্ধানদাতা। উপরন্তু মন্‌জিলে মক্‌ছুদে পৌছিবার একমাত্র পাথেয় ইহাতে মিলিবে ইন্‌শাআল্লাহ্। আমি কেতাবখানার বহুল প্রচার সর্বন্তঃকরপে কামনা করি।

নিবেদক–

নুরুল ইসলাম রেজভী।

ভূমিকা

বন্ধুগণ!

এই পুস্তক খানা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, বহুলোক এলমে মারেফাতকে অমান্য ও অস্বীকার করিয়া থাকে এবং পীর-মুরীদকে সাধারণ মনে করিয়া থাকে। অনেকে বাহ্যিক শরীয়াতের নামাজ-রোজা, পোষাক-পরিচ্ছদ আমল করতঃ মুরীদ হওয়াকে নিষ্পয়োজন মনে করে। শুধু শরীয়তের তাবলীগ করতঃ পীর ও মাশায়েখগণের ছুহব্বত লাভ করাকে এনকার করিয়া থাকে। মুসলমান ভাই-ভগ্নিদের এই ভ্রম দূরীকরণার্থে এবং যেন আওলিয়ায়ে কেরামের জামাতের অন্তর্ভূক্ত হইয়া শরীয়ত ও মারেফাতের পুর্ণ ফায়েজ ও কামালাত নিয়া কাল-কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর দরবারে হাজীরা দিয়ে ধন্য নবীর ধন্য উম্মত হিসাবে হাসরের ময়দানকে উজ্জল করতঃ গোনাহ্গার উম্মতের শাফী মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সন্তুষ্টি লাভ করে - এই মর্মেই পুস্তকখানা লিখিয়া নাম রাখিলাম 'নির্ভয় বাণী বা মারেফাত ভাণ্ডার'। ইহাতে উভয় জগতের নির্ভয়ের ঘোষণা রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠক-বৃন্দের নিকট অনুরোধ এই যে, কেতাবখানা মনোযোগ সহকারে পাঠ করতঃ আমল করিবেন এবং আমার জন্য উভয়কালের মুক্তির দোয়া করিবেন।

নিবেদক-

মাওলানা গাজী আকবর আলী রেজভী

ছুন্নী আল্-ক্বাদেরী।

নির্ভয়বাণী বা মারেফাত ভাণ্ডার

الحمد الله رب العلمين واللعاقبة للمتقين انصواة والسلام على رسوله محمد وائه واصحائه اجمعين -

امابعد

فاعوذ بالله انشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين امنوا وكانو يتقون لهم البشرى فى الحيواة الدنيا وفى الاضرة لاتبديل لكلمات الله ذالك هو الفوز العظيم -

(پاره گیاره سوره یونس رکوع ٦)

অর্থঃ নিশ্চই আল্লাহর ওলিদের কোন ভয় নাই কোন চিন্তা নাই। যাহারা ঈমান আনিয়াছেন এবং গোনাহ্ হইতে পরহেজ করিয়াছেন তাহাদের জন্যে দুনিয়ায় এবং পরকালে সুসংবাদ রহিয়াছে। আল্লাহ্ পাকের কথা পরিবর্তিত হইতে পারে না। ইহাই তাহাদের জন্যে অশেষ মঙ্গল।

বন্ধুগণ! এই আয়াতের তাফছীর করিবার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু শুনিয়া লউন। যেমন 'আলমে আজছাম' অর্থাৎ দেহযুক্ত সৃষ্টি একে অন্যের মুখাপেক্ষী- কেহ ফয়েজ দেয় এবং গ্রহণ করে সূর্য এবং বৃষ্টি ফয়েজ দেয়, জমিন, ফুল-ফল, বৃক্ষাদি গাছ-পালা, তৃন-লতা, বাগ-বাগিচা সে ফয়েজ গ্রহণ করে। তদ্রুপ, 'আলদে রূহানী-য়তের মধ্যে নবীগণ এবং তাহাদের দ্বারা উলামাগণ ও মাশায়েখগণ এবং আওলিয়াগণ ফয়েজ দান করেন। এবং সমস্ত সৃষ্টি ফয়েজ গ্রহণ করে।

মাওলানা রুমী আলাইহির রাহমাত বলেন—

چوذاتش هست محتاج اليه = زان سبب فرمودحق صلوا عليه -

যেমন দুনিয়ার জন্য সূর্য্য এবং বৃষ্টির সর্বদাই দরকার, তদ্রুপ দুনিয়ার জন্য আলেম ও ওলির দরকার।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আলেমগণকে নবুওতের বৃষ্টির পুকুর বলিয়াছেন। মেশকাত শরীফ, কিতাবুল এলমের মধ্যে আছে-রহমত

দেনেওয়ালা আল্লাহ পাক, বন্টন করনেওয়ালা হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। الله المعطى وانا قاسم

এবং ঐ বন্টনের কারণ আলেম ও ওলিগণ। হাদীছ শরীফের মধ্যে ৪০ জন আবদালের কথা আসিয়াছে। হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেনঃ তাহাদের বরকতে বৃষ্টিপাত হইবে এবং যুদ্ধে শত্রুর উপর বিজয়ী হইবে। এবং তাহাদের খাতিরে মুলকে শ্যামের আজাব দুর হইবে।

(আখের মেশকাত) আলেমগণের সম্বন্ধে কথিত আছে যে আলেমগণের জন্যে সমুদ্রের মাছ দোয়া করে। মেশকাত কিতাবুল আলম ইহার শরাহ মেরকাতের মধ্যে আছে-মাছ জানে যে বৃষ্টি এবং সমুদ্রের পানির চলাচল আলেমগণের খাতিরে হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছা হুজুর পাকের ওছিলায় এবং হুজুরে পাক পর্যন্ত পৌছা আলেম ও ওলি আল্লাহগণের ওছিলায়। ছাহাবায়ে কেরামগণ হুজুরে পাকের ছিনা মোবারক হইতে 'নূরে নবুওয়াত' বেলা ওয়াছেতায় ছাছেল করিয়াছেন। পরবর্ত্তীগণ ছাহাবায়ে কেরামের ছিনা হইতে এবং আমাদের জন্য উহা আওলিয়া আল্লাহগণের ছিনা হইতে।

ওলিগণ পরিষ্কার আয়না স্বরুপ। এই জন্যই মুরীদ হইতে হয়। যেন কোন একটি পরিষ্কার আয়নার সম্মুখে আষে। যেন নিজকে আয়নাতে দেখা ভিন্ন না মরে।

নবীগণ মখলুকের জাহেরী এবং বাতেনী পরিষ্কার করিবার জন্যে আসিয়াছেন। নবুওয়তের ছেলছেলা শেষ হওয়ার পর ঐ কার্য অর্থাৎ জাহের ও বাতেন পরিষ্কার করা দুই দলের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। জাহেরী পরিষ্কার আলেমগণের জিম্মায় এবং বাতেনী পরিষ্কার ওলিগণের উপর অর্পন করা হইয়াছে। কেননা হুজুরে পাকের নবুওয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকিবে। হুজুরে পাকের নবুওয়ত কিয়ামত অবধি-জারী থাকা দরকার এবং এই কাজ তখনই সংঘটিত হইবে যখন এই দুই দল দুনিয়ায় মওজুত থাকিবে।

নামাজের মধ্যে কেবলা-মোখ করিয়া দেওয়া এবং শরীর পাক করিয়া নামাজের শরীয়ত ও আরকান আদায় করিয়া দেওয়া আলেমদের কাজ। কিন্তু নামাজের মধ্যে 'এখলাছ' ও 'হুজুরী ক্বালব' হওয়া এবং 'রিয়া' হইতে পাক করিয়া দেওয়া ওলি আল্লাগণের কাজ। যেমন নামাজের 'শরায়েত' আলেমগণের দ্বারা আদায় হয়, তেমনি 'ক্বুবুল' ওলিগণের দ্বারা হয়।

কোরআন শরীফ এবং ক্বাবা শরীফ দর্শণকারী ছাহাবী নহে, কিন্তু হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে একলাছের সহিত দর্শনকারী ছাহাবী ইহাতে জানা গেল যে আমলের চেয়ে ছুহব্বাতের তাছির বেশী।

(হেকায়াত) এক বাদশা চীন এবং রুম দুই দেশের দুই জন কারিগরকে একটি দালানের কামরায় রাখিয়া কামরার মধ্য ভাগে একটি পর্দা করিয়া বলিলেন, এখন তোমরা ২ জন ২ পার্শ্বের দেওয়ালে নিজ নিজ কারিগরী প্রকাশ কর। অতঃপর আমি দেখিব তোমরা কেমন কারিগরী জান। আদেশ পাইয়া উভয়ে নিজ নিজ কার্য শুরু করিল। চীনের কারিগর তাহার দেওয়ালে একটি ফুলের বাগান অংকিত করিয়া এবং রুমের কারিগর তাহার পার্শ্বের দেওয়ালে মুছিতে মুছিতে এমনি ছাফ করিল যেন আয়নার মত স্বচ্ছ হইয়া গেল। অত-পর উভয়ে বাদশার দরবারে হাজির হইয়া বলিলঃ বাদশা নন্দন! চলুন, এবার আমাদের কারুকার্য দেখবেন। বাদশা এসে বলেনঃ মাঝখানের পর্দা সরাও। কেননা উভয়ের কারিগরী আমনা-সামনা করিলে বুঝা যাইবে কাহার কারিগরী বেশী ভাল হইয়াছে। পর্দা ওঠাইলে দেখা গেল-চীনের ফুলবাগান রুমের দেওয়ালেও দেখা যায়। যেহেতু রুমের দেওয়াল আয়নার স্বচ্ছ ছিল। তদ্রুপ, মানুষের শরীর একটি কামরা, উহার ঐরুপ দুইটি দেওয়াল-১টি কালেব অপরটি ক্বালব। শরীয়তের আলেমগণ কালেবের উপর শরীয়তের (ধর্ম-বিধানের) নক্শা অংকিত করিয়া থাকেন এবং তরীকতের পীরগণ মোরাকাবা মোশাহাদা এবং চিল্লা করাইয়া ক্বালবের ময়লাকে দুরীভূত করিয়া আয়নার মত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করিয়া দেন। কেবল মাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসের পরদা থাকে। যখন হায়াত শেষ হইয়া যায়, জাহেরী জীবনের পরদা ওঠিয়া যায় ঐ সময় কালবের নকশা-নমুনা আয়নার মত ক্বালবে দেখা যাইবে। এই বিষয়টিরই পরীক্ষা কবরে করা হইবে। যাহারা নবীজিকে কোন সময় দেখে নাই তাহাদিগকে তখন পরিচয় করানো হইবে। যদি দিল পরিষ্কার থাকে তবে পরিচয় হইযা যাবে।

روح نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں -

مٹتا ہوں مجھکو دیکھنے ائینگے وہ مزار میں -

ঈমান দ্বীনের আলেমগণের নিকট পাওয়া যায়। কিন্তু ঈমানের হেফাজত ওলিগণের দ্বারা করা হয়। এই জন্যেই আওলিয়া আল্লাহগণ আলেমগণের সাগরিদ এবং আলেমগণ আওলিয়া আল্লাহগণের নিকট মুরীদ হয়। উভয় দলই ঈমান ও আমলের দুইটি বাজুবাপর। যে পাখির দুইটি পাখা নাই সে পাখি

উড়িতে পারেনা। তদ্রুপ, আমাদের আমল এই দুই দলের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর দরবারে পৌঁছাতে পারে না। রেলগাড়ী লাইনের দুইটি দুই শিকের উপর দিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছে। এই দুইটি জমাত ও তেমনি জীবন গাড়ীর মন্‌জিলে মক্‌ছুদে পৌঁছবার পথে দুইট শিক যেন।

শরীর যেমন বিমার হয়, লোহাতে জঙ্গ ধরে তদ্রুপ দ্বিলের মধ্যে ও বিমার হয়, গাফিলতের জন্য ময়লা ধরে থাকে। বিমারী শরীরের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-কবিরাজ এবং বিমারীর দ্বিলের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার-কবিরাজ হইলে ঈমান। মাওলানা রুমী (রাঃ) বলেন—

چند خوانی حکمت یونا نیان = حکمت ایما نیادا هم بخوان -

জঙ্গ যুক্ত লোহার জন্য হাতুরী-পেটার দরকার আর জঙ্গ যুক্ত দ্বিলের জন্য আওলিয়া আল্লাহ এবং এবাদত ও রিয়াজতের দরকার।

কিন্তু তাফছিরের মধ্যে আওলিয়াগণের ছুহব্বত অধিকতর কার্যকরী। কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে দ্বিলের ময়লা আস্তে আস্তে দুরীভূত হয়। কিন্তু আওলিয়াগণের নজরে মূহুর্তের মধ্যে কায়া বদলাইয়া যায় (মেশকাত শরীফ)। মাওলানা রুমি (রাঃ) বলেন—

ایک زمانه صحبت بااولیاء

بهتر از صدساله طاعت بے ریا -

অর্থাৎঃ— এক মুহূর্তকাল কোন ওলি আল্লাহর ছুহব্বতে কাটাইলে শত বৎসরের এবাদত-বন্দেগী হইতেও তাহা উত্তম।

(হেকায়ত) একদা হুজুর গাউছে পাক সরকারে বাগদাদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে এক চোর চুরি করিবার ধারণায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। হুজুর গাউছে পাক খাদেমকে বলিলেনঃ চোর আমার দরবার হইতে খালি হাতে যাইতেছে। ইহাতে আমার দরবারের বদনাম হইবে। খাদেম উত্তর করিলেন ইহাকে কি দেওয়া যাইতে পারে? হুজুর গৌছে পাক বলিলেনঃ ঐ জিনিষ দেওয়া হউক যাহা উভয় জগতের কাজে আসে। অমুক স্থানের কুতুব এন্তেকাল করিয়াছিলেন। তাহাকে ঐ স্থানের কুতুব বানাইয়া পাঠাইয়া দাও। বন্ধুগণ! আসিয়াছিল চোর, কিন্তু হইয়া গেল কুতুব। চোরের স্বভাব নিয়া দরবারে আসিয়াছিল আর যাইবার সময় কুতুব হইয়া চলিয়া গেল। এই তো ছুহব্বত এবং এইতো ওলির নজর। হে সরকারে বাগদাদ। আমার উপরও মেহেরবাণীর নজর করুন!!

একদিন হযরত গাউছুচ্ছাকালাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক জঙ্গলের ভিতর দিয়া একা একা যাইতেছিলেন। বেশ কিমতী একটি ক্বাবা তাঁহার পরিধানে ছিল। পাথিমধ্যে এক ডাকাত অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁহার হস্ত ধরিল এবং বলিলঃ ক্বাবা খুলুন। তখন হযরত গাউছে পাক আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে আরজ করিলেনঃ আয় আল্লাহ! এই ব্যক্তি আবদুল ক্বাদেরের হাত ধরিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত যেন না ছুটে।

হযরত খাজা খাজেগাণে খাজা বাহাউদ্দীন নক্‌শেবন্দী আলাইহির রাহমাত একদা এক কুমারের বরতনের স্তুপের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন ঐ স্তুপে আগুন জ্বলিতেছিল। তখন হুজুর খাজা খাজেগানে খাজা (রহঃ) তাহাতে (স্তুপে) একটু নজর করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই নার নূরে পরিণত হইল অর্থাৎ অগ্নি নূর হইয়া গেল এবং সম্পূর্ণ নজর পড়িতেই মাটির বর্তনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ শব্দের নক্‌শা হইয়া গেল। কুমার ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

لئے شاہ نقشبند تو نقشے مرا بے بنید
نقشے چنان بند کہ گوئید نقشبند -

দুনিয়ার মুছাফেরের জন্য যেমন রাহবারের দরকার তেমনি পরকালের মুছাফেরের জন্যও রাহবরের দরকার। তাহা না-হইলে রাস্তায় ডাকাত ঘুরাফিরা করিতেছে, একা পাইলে ডাকাতি করিবে, মাল-ছামান কাড়িয়া নিবে। এ মর্ম্মেই মাওলানা রুমী (রাঃ) বলেন—

پیر را بگزین کہ بے پیراین سفر - ہست بس پرآفت وخوف خطر
چون گرفتی پیرسی تسلیم کو - ہمچو موسی زیر حکم خضر رو
گرچہ کشتی بشکند تودم مزن - گرچہ طفلے را کشد تو مومکن -

অর্থাৎঃ— তরিকতের ছফরের জন্যে পীর ধর, রাস্তায় বহু ভয়ভীতি আছে। যখন পীর ধরিয়াছ, তখন পীরের মত মান্য কর- পীরকে খুশী রাখ। হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালামকে হযরত খিজির আলাইহিচ্ছালাম বলিয়ছিলেনঃ আমাকে কোন ও প্রশ্ন করিও না।

অর্থাৎঃ— যদি তোমার নৌকা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবুও দম ফেলিও না, যদি তোমার ছেলেকে কতল করা হয়, তবুও কোন প্রশ্ন করিও না। কিন্তু এ

আদেশ পীরে কামেলের জন্য, নাকেছ পীর মুরীদকে ধ্বংস করিয়া থাকে।

وابتغوا اليه والوسيلة

আল্লাহ পাক বলেন—

অর্থাৎ ঃ— আল্লাহতায়ালার নৈকট্য হাছিলের জন্য ওছিলা তলব কর।

বন্ধুগণ! দুনিয়ায় মানুষ ঈমান এবং আমল অর্জন করিবার জন্য আসিয়াছে। ইহাই পরকালের সম্বল। রাস্তায় নফছে শয়তান ডাকাতি করিবার মতলবে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় ঐ বেশ ক্বিমতী জিনিষ কাহারও হাওলা করা দরকার। মাল-ছামান হেফাজতকারীর নামই আওলিয়া আল্লাহ। তরিকতের পীরগণের সুনজরে ইন্‌শা-আল্লাহু তা'লা ঈমান হেফাজতে থাকিবে। আলা হযরত কী সুন্দরই না বলিয়াছেন—

دل پہ کندہ ہوا ترا نلم کہ وہ دو زداچم بہ الٹے ہی پاون
ہپردے دیکھہ

تو جو للکاردے آتا ہوا الٹا ہپر جلساء - تو جو چمکا رہے
ہو ہپر کے ہو تیرا تیرا

বন্ধুগণ! নফছ কুকুর, উহুর গলায় কোন কামেল পীরের পাট্টা লাগাও, যেন মারা না পড়ে।

অলি আল্লাহগণের অনুকরণই নফছের পাট্টা এবং শাজরা তাহার জিঞ্জির, যাহার প্রথম কড়ি তাহার গলায় এবং শেষ করি হযরত মোস্তাফা আলাইহেচ্ছালাতো ওয়াতাছলিমার হস্ত মোবারকে। যদি এই পাট্টা এবং কড়ি কায়েম থাকিবে তবে ইন্‌শা আল্লাহু আনীম নফছে ভ্রান্ত পথে যাইতে পারিবেনা। আল হযরত আলাইহির রাহমাত বলেন—

تجھسے در در سے سگ اور سگ سے مجھکو نسبت - میری گردن
مین ہی دور دور اتیرا

اس نشانی کے جو سگ ہین نہین مارے جاتے - حشر تک میرے
گلے مین رہے پٹہ تیرا

বন্ধুগণ, ইঞ্জিন দেখেনা যে তাহার সহিত গাড়ী থার্ডক্লাস না ইন্টার ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস কিংবা আপার ক্লাস আছে। ইঞ্জিন কেবল তার শক্তি অনুযায়ী

টানিয়া নিয়া যাইবে। কিন্তু শর্ত হইল- ইঞ্জিনের সহিত গাড়ীর কামরা মজবুত করে বাঁধা থাকিতে হইবে।

ইসলাম ধর্ম যেমন রেলওয়ে মানে করুন- বিভিন্ন মুসলমান রেলগাড়ীর বিভিন্ন ডিব্বা বা কামরা এবং অলি আল্লাহ তাহার মজবুত কড়া। হুজুর ছাইয়্যেদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সকলের রাহবর। যদি আপনার ছেলছেলা হুজুরে পাকের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকে তবে নিশ্চই মন্‌জিলে মকছুদে পৌঁছিতে সক্ষম হইবেন, ইনশা আল্লাল্লাহু তায়ালা।

বেলায়েতের সম্মান

বেলায়েতের বিভিন্ন শ্রেণী আছে এবং অসংখ্য অগণিত সম্মান আছে। বহুলোক এশকের নেশায় মাতিয়া আক্বাল ও হুশ-জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। তাহাদিগকে 'মজ্জুব' আখ্যা দেওয়া হয়। এই প্রকৃতির লোকের উপর শরিয়তের হুকুম-আহকাম জারী হয়না। কেননা তাহারা আক্বলের বাউণ্ডারী বা পরিসীমা হইতে দুরে সরিয়া পড়েন। হুযরত মনসুর হাল্লাজ রাহমাতুল্লাহি আলাই انا الحق 'আনাল্ হক্ব' বলিয়াও মুমেন ছিলেন। কেননা তিনি তাঁহার হাস্তি বা আমিত্বকে ধবংস করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরাউন انا ربكم الا علی 'আনারাব্বুকুমুল আলা' বলিয়া কাফের-মুশরেক হইল। সে সজ্ঞানে থাকিয়া খোদাই দাবীই করিয়াছিল।

বন্ধুগণ! ওলিগণ আল্লাহ পাকের গুণের প্রকাশক হইয়া যান। জবান তাঁহাদের কিন্তু কথা আল্লাহ পাকের হইয়া থাকে। মাওলানা রুমী (রাঃ) বলেন—

گفته وگفته الله بود ـ گرچه از حلقوم عبد الله بود -

چوں دوا باشد انا الله رز درخت ـ کے دو انه بود که گوید

نیک بخت ـ

হযরত ছুফিয়ানে কেরামগণ ফানাফিল্লায় পৌঁছিয়া জজ্ বায় হালাতে 'আনাল হক্ব' বলিতে পারেন। কিন্তু কেহ ফানাফির রাছুলে উপনীত হইয়া انا محمد 'আনা মোহাম্মদ' বলিতে পারে না।

باخدا دیوانه بامصطفے هوشیار باش

বন্ধুগণ! কয়লা অগ্নিতে পড়িয়া নিজকে এইরুপ ভবে ফানা (বিলোপ) করিয়া দেয় যেন অগ্নির মতই দেখা যায়। এবং অগ্নির তাছির প্রকাশ পায়। নিম্নোক্ত দুইটি শেরের ইহাই মর্ম—

بنده از بندگی خدا گوید - نه تو الذ که مصطفے گوید -

قطره در آب رفت آب شود - نه تو الذ که در ناب شود -

বহুলোক আছেন যাহারা একদিকে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখেন অপরদিকে দুনিয়ায় মগ্ন। বেলায়েতের উচ্চতম দরজায় পৌঁছিয়াও হুশ-জ্ঞান নষ্ট করেন না, তাহাদিগকে ছালেক আখ্যা দেওয়া হয়।

স্মরণ রাখিবেন, নবীগণ আল্লাহ পাকের গুণের প্রকাশক এবং ওলিগণ নবীগণের গুণের প্রকাশ। বিভিন্ন নবীগণের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের ছিল। এই জন্যেই বিভিন্ন ওলিগণের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। যাহারা 'বেলায়েতে ঈছাবী' লাভ করেন তাহারা 'তারেকুদ্দুনিয়া' হন। অর্থাৎ যাহারা হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম হইতে ফয়েজ পান তাহারা দুনিয়া ত্যাগী হন। যাহারা 'বেলায়েতে ছোলায়মানী' লাভ করেন তাহারা সিংহাসন লাভ করেন। যাহারা 'বেলায়েতে নূহী' পান তাহারা 'জালালী হন'। যাহারা 'বেলায়েতে ইবরাহিমী পান তাহারা জামালী হয় এবং যাহারা 'বেলায়েতে মোহাম্মদী পান তাহারা সমস্ত গুণাগুণ লাভ করেন। তাঁহারাই ছালেক। মোস্তাফা আলাইহিছ ছালাতো ওয়া তাছলিমার মত সর্বগুণবান। আর যাহারা 'মজ্জুব' তাঁহারা হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের তরফ হইতে ফয়েজ পান। মুছা আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর তাঁহারা। তাঁহারা 'মজ্জুব' এই কারণে যে, فخر موسى صعقا মুছা আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর নূরের একটুখানি ঝলক দেখিয়া হুশ-জ্ঞান হারাইয়া ছিলেন। তেমনি মজ্জুবগণের অবস্থাও অনুরূপ। ছালেকগণ হযরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামার তরফ থেকে ফয়েজ লাভ করেন এবং তাঁহারই কদম মোবারকে ছালেকগণ অবস্থিত।

موسى ز هوش رفت بیک پرتو صفات -

تو عين ذات مى نگرى در تبسمے -

হুজুর গৌছে পাক (রাঃ) বলেন—

وكل ولى له قدم وانى - على قدم النبى بدر الكمالى -

আঁ-হজরত ছাল্লাল্লাহু আলাহিইচ্ছালাম জঙ্গে বদরের দিন বলিয়াছেন—হযরত ছিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে, তুমি হযরত ইবরাহিম আলাইহিচ্ছালামের মত, এবং হযরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে, তুমি হযরত নূহ আলাইহিচ্ছালামের মত। এই হাদীছ বেলায়েত বন্টনের আসল হইতেছে।

ওলির পরিচয়

বন্ধুগণ! ওলিগণের পরিচয় পাওয়া বড়ই মুশকিল। সুলতানুল আরেফীণ হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রাঃ) বলিয়াছেন- আওলিয়া আল্লাহগণ 'রহমতে এলাহির' 'দুলহিন' স্বরূপ, 'মোহরেম' ভিন্ন তাহাকে কেহ চিনিতে পারে না। এই জন্যই কথিত আছে— ولی را ولی مے شناسد অর্থাৎ, ওলিকে ওলিই চিনতে পারেন। শায়খ আবুল আব্বাছ (রাঃ) বলেন খোদার পরিচয় সহজ কিন্তু ওলির পরিচয় কঠিন। কেননা আল্লাহপাক তাঁহার জাত ও ছিফাতের মধ্যে মখলুক্ব হইতে বহু উর্ধ্বে এবং সকল সৃষ্টিই তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ওলি সেকেল ও ছরত, আমাল ও আফআলের মধ্যে বিলকুল আমাদেরই মত।

(রুহুল বয়ান—ঐ আয়াত)— শরীয়তে জাহের এবং তরিকতে বাতেন। বাড়ীর সৌন্দর্য দরওয়াজায় রাখা হয়, এবং মতিকে কৌটার মধ্যে রাখা হয়।

پردهانش قفل در دل رازها - لب خموش و دل پراز آوازها -

কতক আওলিয়া আল্লাহ নিজের মর্ত্তবার কথা বলেন। উহা জুসে গায়ের এখতিয়ারীতে বলিয়া থাকেন। انما انا بشر مثلکم এই ধরনের আওয়াজ ছিল এবং ایکم مثلی মধ্যে শরীয়ত প্রমাণ করিয়াছেন।

لباس آدمی پہنہا جہان نے آدمی جانا - مزمل بن کے ائے تھے
تجلی بنکے نکلیں گے -

نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ نہ مقام چو و چرا ہے یہ -
تو خد اسے پوچھہ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے -

(মেশকাত বাব্ ফজলুল ফুকারার) মধ্যে আছে— আমার উম্মতের মধ্যে বহুলোক বিশ্রী শরীরে এবং বিকৃত চুলের অবস্থায় থাকিবে, যাহাদিগকে মানুষ তাহাদের দরয়াজ হইতে ধমকী দিয়া তাড়াইয়া দিবে। যদি তাহারা আল্লাহর কাছে কছম করে তাহাদের কছম পূর্ণ হইয়া যাইবে।

خاکساران جہاں رابحقارت منگر
تو چه دانی که درین گرد سوارے باشد -

আজকাল মানুষ নিজের বিবেক দ্বারা অলি বানাইয়া নিয়াছে। কেহ বলে, অলি ঐ ব্যক্তি যিনি কেরামত দেখাইতে পারেন। কিন্তু ইহা ভুল। এই জন্যেই

আজায়েবাত্ অর্থাৎ আশ্চার্যজনক ঘটনাবলী ৪ প্রকার— ১) মু'জেজা, ২) আরছাছ, ৩) কেরামত্ ও ৪) এস্তেদরাজ।

'মু'জেজা' বলিতে ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বুঝায় যা দ্বারা নবীগণ নবী এবং নবুওয়াতের দাবী করিতে পারেন। যেমন— আছায়েকালিম এবং দমে ঈছা আলাইহিচ্ছালাম। 'আরছাছ' ঐ আর্শ্চযজনক কাজকে বলে যাহা নবুওয়ত লাভের পূর্বে নবীগণের হাতে প্রকাশ পাইত। যেমন— হযরত হালিমার ঘরে হুজুর পাকের বরকত। 'কেরামত' ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বলে নবীর উম্মতের হাতে প্রকাশ পায়। যেমন— হুজুর গাউছে পাক এবং হযরত সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী ও হযরত খাজা নক্শেবন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহুয়ের কেরামত। আর 'এস্তেদরাজ' ঐ আশ্চর্যজনক কাজকে বলে যাহা কাফেরের হাতে প্রকাশ পায় বহু। বহু অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক কাজ শয়তানও প্রকাশ করিয়া দেখায়। সন্ন্যাসী-যোগী শত শত আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটায়। দর্জ্জাল তো গজবই করিয়া দিবে। মুবাদকে জিন্দা করিবে, বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। অলৌকীক ও আশ্চর্যজনক কাজ করিতে পারিলেই যদি ওলি হওয়া যায় তাবে শয়তান, দর্জ্জাল ও ওলি হওয়া দরকার। হযরত ছুফিয়ানে কেরাম বলিয়াছেন— বাতাসে উড়িলে যদি লোক ওলি হইত, তবে শয়তান ও বড় ওলি হইত।

কেহ বলেন, ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি 'তারেকুদ্দুনিয়া' অর্থাৎ দুনিয়া-ত্যাগ, যাহার ঘর-বাড়ী-সংসার কিছুই নাই এবং ধন-সম্পদ-টাকা-পয়সা প্রচুর আছে সে ব্যক্তি ওলি হইতে পারেন। এইসবও ভুল ধারণা। হযরত ছোলায়মান আলাইহিচ্ছালাম, হযরত উছমান গণি, হুজুর গাউছুচ্ছকালাইন, ইমাম আজম আবু হানিফা, মাওলানা রুমী রেদুয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাঈন--- তাঁহারা এক একজন বড় বড় মালদার (ঐশ্বর্যশালী) ছিলেন। তবে কি তাঁহারা ওলি নয়? হ্যা, নিশ্চয়ই তাঁহারা ওলি। বহু সন্ন্যাসী-মুনি-ঋষি দুনিয়া-ত্যাগী তবে কি তাহারাও ওলি? কখনও নয়।

অনেকে বে-আক্বেল মানুষকে ওলি মনে করে। বর্তমান সময়ে লোক পাগল-দেওয়ানাকে ওলি মনে করিয়া থাকে। ইহাও ভুল ধারণা। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, 'মজ্জুব' হইতে 'ছালেক' অতিশয় ভাল। কেননা, মজ্জুব বে-ফয়েজ আর ছালেক ফয়েজ ওয়ালা। মজ্জুব কমজোর, যেহেতু নূরের তাজাল্লীর সামান্য ঝলকে সহ্য করিতে পারে না। আর ছালেক শক্তিশালী, নূরের তাজাল্লিতে বিমোহিত-বিভোর।

হযরত ছুফিয়ানে কেরাম বলেন— দেখ হাঁস দরিয়ায় সাঁতার কাটে আর পাখি বাতাসে উড়ে। মেয়ে লোক যখন কলস ভরিয়া পানি আনে তখন একটি কলস মাথায়, দুইটি বগলে রাখিয়া তবুও সঙ্গী-সাথীদের সহিত আলাপ-প্রলাপ করিয়া রাস্তা ঠিকমত দেখিয়া চলাচল করে। তেমনি কামেল ঐ ব্যক্তি যাঁর মাথায় শরীয়ত, বগলের মধ্যে তরীকত এবং সম্মুখে দুনিয়া ঠিক মতো চালায়, অথচ আল্লাহর রাস্তা ঠিক রাখে। মসজিদে নামাজী, ময়দানে গাজী, কাছারীতে কাজী এবং বাড়ীতে পাক্কা দুনিয়াদার। ফলকথা, ঐ ব্যক্তি মসজিদে আসেতো ফেরেশতার খাছলত ধরে, বাজারে যায়তো মাতাব্বর সাজে।

কতক বেহুদা (অপদার্থ) মানুষ পীর দাবী করে কিন্তু নামাজ পড়ে না, রোজা রাখেনা, শরা-শরীয়তের ধারা ধারে না বরং ইয়ার্‌কি মারে— আমি ক্বাবা শরীফে যাইয়া নামাজ পড়ি। ছুবহানল্লাহ, ক্বাবা শরীফে গিয়া নামাজ পড়ে অথচ ভাত খায় এবং নজর নেয় মুরীদের বাড়ী হইতে। সে পাক্কা ভণ্ড, পাক্কা শয়তান। বন্ধুগণ! এইসব নকল হইতে সাবধান!! যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ-জ্ঞান বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের (ধর্ম-বিধানের) হুকুম-আহকাম মাফ হইবে না, মাফ নাই। এই সমস্ত নকল মানুষদের জন্যেই কথিত হইয়াছে— "শয়তানী কাম কর নাম খুলাও ওলি, যদি ওলি তবে লানত ঐ ওলির উপর।"

کار شیطان میکند نامش ولی - گر ولی این است لعنت بر ولی

ওলির সত্যিকার পরিচয়

এই কিতাবের প্রথমেই উল্লেখ কারিয়াছি যে আওলিয়া আল্লাহগণের বিভিন্ন মরতবা আছে, এবং তাঁহারা বিভিন্ন নবীগণের বিভিন্ন গুণপনার প্রকাশ। এই জন্যেই তাঁহাদের পৃথক পৃথক শান রহিয়াছে। সকলের মধ্যে একই আলামত তালাস করা নিতান্ত ভুল। দেখুন, একই হুকুমতের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট্ আছে এবং এক এক ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীদের ভিন্ন ভিন্ন পোষক-পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। যেমন— চৌকিদার, দারোয়ান, দারোগা, পুলিশ এবং উকিল, মোক্তার, এস.ডি.ও, পিয়ন বিভিন্ন জনের বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ রহিয়াছে এবং রেলওয়ে, পি.আই.এ সিভিল, কিংবা টারীমিলি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট একই হুকুমতের কিন্তু প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাগণেরই পৃথক পৃথক পোষক-পরিচ্ছদ। কোরআন-হাদীছের মধ্যে আওলিয়াগণের ভিন্ন ভিন্ন নমুনা বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই সকলের মধ্যেই এক ধরনের নমুনা পাওয়া যাইবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা

আন্‌হুম বলেন, ওলি ঐ ব্যক্তি যাহাকে দর্শণ করিলে খোদার স্মরণ হয়। তাফছীরে খাজেন— আওলিয়া যে জায়গায় বসেন ঐ জায়গার জীব-জানোয়ার এবং দালান-কোঠা জাকের হইয়া যায়। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বলেন— ওলি ঐ ব্যক্তি যাহারা চেহারা জরদ এবং চক্ষু ভিজা ও পেট ভুকা। রুহুল বয়ান—

عاشقان واشش نشان است ائے پسر ـ آہ سردورنگ زردو چشم تر

گرترا پرسندسه دیگر کدام ـ کم خوروکم گفتن و خفتن حرام ـ

কতক আওলিয়ায়ে কেরাম বলেন— ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া হইতে বে-পরওয়া হন, এবং অনুক্ষণ আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অনেকে বলেন— ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি ফরজ সমূহ আদায় করেন এবং আল্লাহর বন্দেগীতে মগ্ন থাকেন। তাঁহার দিল নূরে এলাহির মারেফাতের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। তিনি দেখেন তো আল্লাহর কুদরত দেখেন, যখন শুনেন তো আল্লাহ্‌র কথা শুনেন, আর যখন বলেন তো আল্লাহর প্রশংসার সহিত বলেন এবং আল্লাহর এবাদত ও জিকির-ফিকিরে মগ্ন থাকেন। খাজায়েনুল্ এরফান্— মুতাকাল্লেমীন বলেন যে ওলি ঐ ব্যক্তি যাহার এ'তেক্বাদ ভাল, আমাল শরীয়ত অনুযায়ী। হাদীছ শরীফে আছে— ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র জন্য মুহব্বত করেন এবং আল্লাহ্‌র জন্যে দুশমনী রাখেন। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে কারিমে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় দিয়েছেন। ছুরায়ে ফাতাহ-র শেষে আছে— والذين معه الشداء على الكفار অর্থাৎ, আমার প্রিয় নবীর সাথী (আওলিয়া ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এই আলামতগুলি পাওয়া যায়— কাফেরদের উপর শক্ত-কঠিন, মুসলমান ভাইয়ের উপর নরম রুকু-সেজদা করেন ওয়ালা, খোদার ফজল ও সন্তুষ্টি তালাস করনে ওয়ালা এবং তাহাদের পেশানিতে সেজদার দাগ পাওয়া যাইবে। ঐ আয়তে এরশাদ হইয়াছে যে ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি ঈমানদার এবং পরহেজগার হইবে। কোরআন মজীদে অন্যত্র আছে যে ওলি ঐ ব্যক্তি যিনি নামাজ পড়েন এবং জাকাত প্রদান করেন। এই সমস্ত চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে এবারত ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু মজমুন্ সকলেরই এক। যেহেতু, প্রত্যেক এবারতের মধ্যে ওলির এক একটি গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য যাহার লাভ হইয়াছে তাহার মধ্যে এই সমস্ত গুণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত আলামত সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ওলির জন্য

পরহেজগারী অপরিহার্য। কিন্তু কোন বদমুজহাব যথা— হিন্দু, ঈছাই, কাদিয়ানী বনাম আহমদী, রাফেজী, ওয়াহাবী প্রভৃতি অবলম্বন কারীরা যতই এবাদত-বন্দেগী তথা পরহেজগারী এখতিয়ার করুক না কেন, ওলি হইতে পারিবে না। যেহেতু তাদের ঈমান নাই। ঈমান বিহীন আমলও মূল্যহীন।

বন্ধুগণ! জানিয়া রাখুন, আহলে ছুন্নাত ওয়ালজামাত ব্যতীত কোন ফেরকা বা দলের মধ্যে আওলিয়া আল্লাহ হয় নাই। দিল্লী, আজমির শরীফ, পাকপাটন শরীফ এবং বাগদাদ শরীফ সমস্ত আহলে ছুন্নাত ওয়াল্ জামাতেরই জায়গা। ওয়াহাবী, রাফেজী ইত্যাদির কোথায়ও কোন গদ্দী নাই। চিশতী, ক্বাদেরী, নকশেবন্দী এবং সোহরাওয়ার্দী সকলেই ছুন্নী। ওয়াহাবীদের কেন্দ্রে, ইরান, কাদিয়ান, নজদের মধ্যে কোথাও কি কোনদিন ওরশ করা হয়? ঐ সমস্ত জায়গা হইতে কি রুহাণী ফায়েজ হয়? কখনও নয়। তদ্রূপ, বদ আমলকারী ফাছেক, ফাজের যদিও বাতাসে উড়ুক তবু ওলি নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত হুশ-জ্ঞান থাকিবে, শরীয়তের পাইরুবী করিতেই হইবে। শরীয়ত তরীক্বতের কুঠি। অথবা তরীক্বত যেমন সমুদ্র এবং শরীয়ত তেমনি নৌকা।

میپندر سعدی کرداہ صفا ۔ تواں رفت خیز دریے مصطفے !

আওলিয়ায়ে কেরামের মরতবা

আওলিয়া আল্লাহ্গণের মরতবা অসীম। কেহ কেহ সাধনা রিয়াজত দ্বারা তাহা হাছেল করেন। যথা— ঈমান ও পরহেজগারী ইত্যাদি। কোন কোন ওলি বেলায়াত কেবল আল্লাহ্র ফজল ও কর্মের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। যেমন— এরফান্, ক্বোরব্, খাছ মক্বুলীয়াত এবং ফানা, বাক্বা ইত্যাদি। হাদীছ শরীফে আছে, হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন— আমার ছাহাবীদিগের এক মুষ্টি জব খায়রাত করা অন্যান্যদের পাহাড় সমতূল্য স্বর্ণ খয়রাত করা হইতে অধিকতর উত্তম (মেশকাত বাব ফাজায়েলে ছাহাবা)। ফলকথা এই যে, মক্বুলীয়াতে খাছ আল্লাহর ফজল। অতএব, কোন গৌছ, কুতুব, ছাহাবিদের সমতূল্য হইতে পারিবে না।

বেলায়েতের ৩টি ছুরত আছে। অর্থাৎ বেলায়েত তিন প্রকারের। যথা— (১) পিত্রী, (২) ওয়াহাবী ও (৩) কাছবী। যাহারা মাদারজাদ (আজন্ম) ওলি হন তাঁহাদিগের বেলায়েত 'বেলায়েতে পিত্রী' নামে অভিহিত। হযরত গাউছুল আজম শায়খ আবদুল কাদের জিলানী এবং শায়খ আহমদ ফারুকী মুজাদ্দেদে

আলফে ছানী রাদিয়াল্লাহু আন্হুম এই শ্রেণীর ওলি ছিলেন। কাজেই হযরত গাইছুচ্ছাকালাইন যখন মাতৃক্রোড়ে তখন রমজানের দিনে মাতৃদুগ্ধ পান করিতেন না। তাঁহার মাতৃদুগ্ধ পান করা না-করা চাঁদ উঠা না-উঠার প্রমাণ করিত। হযরত ঈছা আলাইহিচ্ছালাম জন্ম হইয়া তাঁহার মাতার বুজুর্গী এবং স্বীয় নবুওয়তের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি মাদারজাদ ওলি (জন্ম-তপস্বী)। কেননা প্রত্যেক নবী ওলি হন। তাঁহাদের যেই বেলায়েত তাহাই বেলায়েতে পিতৃরী।'

'বেলায়েতে ওয়াহাবী' যাহা কোন আল্লাহ-ওয়ালার নজরে কর্মের দ্বারা হছেল হয়। যেমন— হযরত গাউছেপাক চোরকে কুতুব বানাইয়া দিয়েছিলেন। ইহাই বেলায়েতে ওয়াহাবী।' যেই যাদুকর হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের মোকাবেলায় আসার পূর্বে ফাছেক ও ফাজের ছিল সেই কিন্তু মুছা আলাইহিচ্ছালামের নেগাহে ফয়েজের দ্বারা মোমেন ছাহাবী ছাবের এবং শহীদ হইয়া গেল। কিমিয়া তাম্রকে স্বর্ণ বানাইয়া দেয়। কিন্তু মুছা আলাইহিচ্ছালামের নজরে খাকছার (মাটি) কিমিয়া হইয়া গেল। ইহাই 'বেলায়েতে ওয়াহাবী।' বরং হারুণ আলাইহিচ্ছালামের নবুওয়ত ও বেলায়েতে ওয়াহাবী। যেহেতু, মুছা আলাইহিচ্ছালামের দোয়াতেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

'বেলায়েতে কাছবী' যাহা মেহেন্নত রিয়াজত ও এবাদতের দ্বারা হাছেল হয়। কিন্তু 'বেলায়েতে কাছবী' হইতে বেলায়েতে ওয়াহাবী ও পিতরী অধিকতর ভাল। যেমন— চেরাগ ও লণ্ঠন হইতে চন্দ্র ও সূর্য অধিকতর ভাল, অধিকতর কাম্য। কেননা ইহাদের মধ্যে বন্দার কোন দখল নাই এবং চেরাগ ও লণ্ঠনের মধ্যে বন্দার কার্য-কৌশল বিদ্যমান।

মেশকাত শরীফ বার জিক্রুলয়্যামন ওয়াশ্যামের মধ্যে আছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন— মুলকে শ্যামের মধ্যে হামেশা ৪০ জন আবদাল থাকিবেন, যাহাদের বরকতে জমিনবাসীদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। মেশকাতের শরাহ মেরকাতের মধ্যে আছে যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন— আমার উম্মতের মধ্যে হামেশা ৩০০ শত আওলিয়া হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের নক্শে কদমের উপর থাকিবে, ৪০ জন মুছা আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর, ৭ জন হযরত ইবরাহীম আলাইহিচ্ছালামের কদমের উপর এবং ৫ জন থাকিবে যাহাদের ক্বালব হযরত জিবরাঈল আমীনের মত হইবে, ৩ জন হযরত মিকাইল আলাইহিচ্ছালামের ক্বালবের মত হইবে এবং ১ জন হযরত ইছরাফীল

আলাইহিচ্ছালামের ক্বালবের মত হইবে। যখন তাহাদের মধ্য হইতে ১ জনের ইন্তেকাল হইবে তখন ঐ ৩০০ শত হইতে আনিয়া ঐ স্থান পূর্ণ করা হইবে। ৩ জনের মধ্য হইতে কমিয়া গেলে ঐ ৫ জনের মধ্য হইতে আনিয়া পূর্ণ করা হইবে। ৫-এর মধ্যে কমতি হইলে ৭-এর মধ্য হইতে এবং ৭-এর মধ্যে কম্‌তি হইলে উক্ত ৪০-এর মধ্য হইতে আনিয়া সে স্থান পূর্ণ করা হয়। আর তথাকথিত ৩০০-এর মধ্যে কম্‌তি হইলে আম্মাতুল মুসলেমীন হইতে আনিয়া সেই স্থান পূর্ণ করা হইবে। আবু উছমান মাগরেবী বলেন— আবদাল ৪০ জন, আম্‌না ৭ জন, খোলাফা ৩ জন এবং কুতুব আলম ১ জন। ঐ কুতুবে আলমকে ঐ ৩ জন খলিফা ভিন্ন কেহই চিনিতে পারে না। শায়খ মুহিউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী বলেন-কুতুবের দ্বারা আলম ঠিক থাকে। তাঁহার ডাইনে ও বামে ২ জন উজীর থাকেনা। ডাইনের উজীর আলমে আরওয়াহ এবং বামের উজীর আলমে আজছামের হেফাজত করেন। তাহাদিগের অধীনে ৪ জন আওতাদ আছেন। তাঁহারা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই দিক সমূহের হেফাজত করেন এবং ৭ জন আবদাল ৭ম আকাশের হেফাজত করিয়া থাকেন।

তফ্‌ছীরে রুহুল বয়ান ছুরায়ে মায়েদায় আছে—

و ابعثنا منهم اثنى عشر نقيبا এই জায়গায় ছাহেবে রুহুল বয়ান বলেন যে কুতুবের এন্তেকালের পর তাঁহার বামের উজীর তাঁহার স্থলবর্ত্তী হন, এবং ডাইনের জন বামের হইয়া যান। অতঃপর নিম্ন হইতে কাহাকেও ফয়েজ দিয়া ডাইনের উজীর বানানো হয়। এই নীতিতে ডাইনের জন বামের জন হইতে অধিকার ভাল। ইহাই মারেফাত পন্থীদের গুরুত্বের প্রতি এই আয়াতে ইশারা হইয়াছে।

فاصحب الميمنه ماأصحب الميمنه واصحب المشئمة ماأصحلب المشئمة

ছুফিয়ানে কেরামের নিকট এই উভয়টি মানাফি। বাম দিকের উজীর জালালী এবং ফানাফিল্লাহ্ গণের মধ্যে সামেল। ডাইন দিকের উজীর জামালী এবং বাক্বাবিল্লাহ্ গণের মধ্যে সামেল।

(রুহুল বয়ান) এই আওলিয়া আল্লাহগণের সংখ্যা বর্ণনা করা হইল। যাঁহার লোকদের খেদমত করিয়া থাকেন তাহাদিগকে 'তাক্‌বিনিওলি' বলা হয়, যাহাদের জিম্মায় দুনিয়াবী এন্তেজাম রহিয়াছে। বাকী অন্যান্য আওলিয়া গণনার বাহিরে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন— যে স্থানে ৪০ জন পর্‌হেজগার মুসলমান একত্রিত হ'ন, নিশ্চই তাঁহাদের মধ্যে কোন একজন ওলি থাকেন। এই জন্যেই জানাজার নামাজের মধ্যে ৪০ জন লোক হওয়ার জন্য

চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাহাদিগকে তাশ্‌রিঈ ওলি বলে। তাহাদের মধ্যে কতক ওলি নিজের বেলায়েতরে খবর রাখেন না।

আওলিয়া আল্লাহ্ গণের ফজিলত

আওলিয়া আল্লাহগণের ফজিলত অগণিত। তন্মধ্যে কিছু মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। আকাশ, চন্দ্র, সূর্য ও তারকাসমূহের দ্বারা কায়েম আছে এবং জমীন আওলিয়া আল্লাহ্গণের দ্বারা। জাহেরী নূর বা আলো চন্দ্র-সূর্যের দ্বারা এবং বাতেনী নূর বা আলো আওলিয়াগণের অশেষ ফজিলত বয়ান করা হইয়াছে। কোন জায়গায় বলা হইয়াছে— হক্বের তরবারী দ্বারা যাহাদিগকে ক্বাতল করা হইয়াছে তাহাদিগকে মুরদা বলিওনা। কোথাও বলা হইয়াছে— তাহাদিগকে মুরদা জানি ও না, বরং তাহারা আল্লাহর দরবারে জিন্দা আছে, যাহারা সর্বদা রিজিক পায়। কোন স্থানে বলা হইয়াছে— তাহাদের কোন ভয় নাই। কোথায়ও বলা হইয়াছে— তাহাদের জন্যে দুনিয়ায় সুসংবাদ রহিয়াছে। যেমন নৌকা মাল্লা ব্যতীত চলিতে পারে না, তদ্রূপ জিন্দেগীর নৌকা আওলিয়া আল্লাহ ব্যতীত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না। যেমন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গোস্ত রগের সাহায্যে হাড্ডি পর্যন্ত পৌছিয়াছে। যদি রগ মধ্যে না থাকিত তবে একে অন্যের সম্বন্ধ থাকিত না। তদ্রুপ আওলিয়া আল্লাহগণের দ্বারা নবী এবং উম্মতের মধ্যে সম্বন্ধ কায়েম হইয়াছে। যদি আওলিয়াগণ না হইতেন তবে নবী এবং উম্মতের মধ্যে সম্বন্ধ হইতনা। আওলিয়াগণ হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জিন্দা মু'জেজা। তাঁহাদের কেরামতে কামালে মোস্তফা জাহের হয়। যখন শাহান্‌শাহের গোলামের মধ্যে এই শক্তি, তখন শাহানশাহর মধ্যে কী পরিমাণ শক্তি থাকিতে পারে।

کونین میں کیا طاقت ہوگی ۔ مصطفےٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام

বিজলী পাওয়ার হাউজে তৈরি হয়। কিন্তু তার এবং খাম্বা সমূহের দ্বারা শহরে-বন্দরে এবং গ্রাম সমূহে পৌঁছিয়া থাকে। আবার বিভিন্ন প্রকারের বাল্বের দ্বারা বিভিন্ন রঙের আলো পাওয়া যায়। ঐ বিজলীর দ্বারা মেশিন চালানো হয় এবং বহু বড় বড় কাজে আসে। তদ্রুপ মদীনা মুনাব্বরা ঈমানী পাওয়ার হাউজ, সেথায় ঈমানের বিজলী তৈয়ার হয় এবং চারি তরীকা চিশতী, ক্বাদেরী, নকশেবন্দী, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদি ঐ বিজলীর তার, প্রত্যেক ছিলছিলার পীরগণ ঐ তারের খাম্বা এবং আওলিয়া আল্লাহ রঙ্গ-বেরঙ্গের বাল্ব। চিশতী, ক্বাদেরী, নক্‌শেবন্দী, সোহরাওয়ার্দী মধ্যে একই বিজলীর আলোক। কিন্তু

তরিকার মতবাদ বিভিন্ন রঙের বাল্বের কারণে। আবার তাদের মধ্যে কেহ নিজেই পাওয়ার ওয়ালা, কেহ হালকা, কেহ জালালী। বিজলীর খাম্বা ওঠাইয়া ফেলা কিংবা তার কাটিয়া দেওয়া হুকুমতের দরবারে অপরাধী, তদ্রুপ আওলিয়ায়ে কেরামগণ বিরোধী, আল্লাহর হুকুমতের বিরোধী, অপরাধী। জঙ্গলের মরা হালকা পাতা বাতাসে ওলট-পালট করে, কিন্তু ঐ মরা হালকা পাতা কোন ভারী পাথরের নীচ পড়ে তবে বাতাস হইতে নিরাপদে থাকে। তদ্রুপ, দুনিয়া একটি বিরাট জঙ্গল, এবং মানবের দিল হালকা পাতা, এই দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট এবং অভাব-অনটন এই বিভিন্ন প্রকারের হাওয়ায় আমাদের দিলের কোন বিশ্বাস নাই যে, কোন সময় দিলকে বাতাসে নিজ জায়গা হইতে সরাইয়া দেয় এবং কোন ধরনের ঢেউ আসিয়া জানি নিয়া যায়। কাজেই নেহায়েৎ দরকার যে মানুষ কোন ওলির পিছনে থাকে। আওলিয়া আল্লাহ মানুষের দিলের জন্যে ভারী পাথর স্বরূপ। আলা হজরত বলিয়াছেন—

دل عبث خوف سے پتا اڑاجاتا ہے - پلہ ھلکا سہی بھاری ہے
بھر و سرذرا -

দুনিয়া স্থির আছে পাহাড়সমূহের দ্বারা। যদি পাহাড়সমূহ দুনিয়ার জন্য কীলক বা পেরেক না হইতে তবে দুনিয়া থর থর করিয়া কাঁপিত। তদ্রুপ, আলম ও স্থির আছে আওলিয়াগণের দ্বারা। তাঁহারা এই আলমের কীলক বা পেরেক। এই জন্যেই আওলিয়াগণের এক জমাতকে 'আওতাদ' বলে। অর্থাৎ, আলমের পেরেক। এই দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিস মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহগণ ইহকালে ও পরকালে ও আমাদের কাজে আসেন। অর্থাৎ কবর ও হাসরে আমাদের কাজে আসেন। ছাহেবে রুহুর বায়ান লিখেন— কিয়ামতের দিন লোক দিগকে তাহাদের পীরগণের ছিলছিলার নামে ডাক দেওয়া হইবে। যথা, আল্লাহ তায়ালা বলেন— يوم ندعوا كل اناس بامامهم অর্থ, 'আমি ঐ দিন প্রাত্যেক মানুষকে তাহার ইমামের নামের সহিত ডকিব।' যেমন বলা হইবে— হে ক্বাদেরীগণ। হে চিশতীগণ! হে নকশেবন্দীগণ! হে সোহরাওয়ার্দীগণ! চলো! হে হানাফীগণ! হে শাফেঈগণ! হে মালেকীগণ! হে হাম্বেলীগণ চলো!! দুনিয়ায় যার পীর নাই তার পীর শয়তান। তাহাদিগকে ডাক দেওয়া হইবে—হে শয়তানের দল! আসে। রহুল বয়ান এবং শরহে কাছিদায়ে ইরফুতী— কিয়ামতের দিন ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডা ভিন্ন ভিন্ন ইমামগণের হস্তে থাকিবে এবং প্রত্যেক দল তাহাদেরে ইমামের ঝাণ্ডার নীচে থাকিবে। 'ছবর' অর্থাৎ ধৈর্য বা

সহনশীলতার ঝাণ্ডা হযরত ঈমাম হুছাইন রাদিয়াল্লাহুত'লা আনহুর হস্তে থাকিবে। 'ছাবেরীন্' অর্থাৎ ধৈর্য ধারনকারীগণ ঐ দিন ঐ ঝাণ্ডার নীচে থাকিবেন। 'ছাখাওয়াত' অর্থাৎ দানশীলতার ঝাণ্ডা ঐ দিন হযরত উছমানগনী রাদিয়াল্লাহুতা'লা আন্হুর হস্তে থাকিবে। এবং তথায় 'শাকেরীন' থাকিবেন। 'সুজাআত' অর্থাৎ বাহাদুরীর ঝাণ্ডা ঐ দিন হযরত শের-এ-খোদা আলী রাদিয়াল্লাহুতা'লা আন্হুর হস্তে থাকিবে। বাহাদুর এবং গাজীগণ ঐ দিন উক্ত ঝণ্ডার নীচে থাকিবেন। ফলকথা, কিয়ামতের দিন বড়ই লুৎফের দিন হইবে। হে আমার আল্লাহ! ঈমানের উপর খাতেমা নছীর করুণ!!

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ انکی شان محبوبی دیکھائی جانیوالی ہے

রোজ হাসর কায়েম হইবার কারণ মাত্রই এই যে, আল্লাহ তাঁহার মাহবুবের শানকে প্রকাশ করিবেন। আওলিয়া আল্লাহগণ হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জিন্দা মু'জেজা, এবং ইছলামের হক্বানীয়াতের প্রকৃষ্ট দলিল। ইছলাম ধর্মে ৭৩-টি দল রহিয়াছে। তন্মধ্যে আহলে ছুন্নত ব্যতীত কোন দলের মধ্যেই ওলি নেই। কাদিয়ানী, ওয়াহাবী, শিয়া কেহই ওলি নয়। কেননা ঐ সমস্ত দল বাতেল। দেখুন, হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালামের ধর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত মুলতাবি হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত বহু ওলি হইয়াছেন। আছহাবে কাহাফ, আছুফ ইবনে বরখিয়া এবং হযরত মরিয়ম আলাইহিচ্ছালাম ঐ ধর্ম্মেরই আওলিয়া। কিন্তু যখন হইতে ঐ ধর্ম্ম মূলতবী করা হইলে, তখন হইতে কোন ইহুদী ইছরাঈলী ওলি হইতে পারে না, পারিবে না। কোন দলে আলেম থাকা ঐ ওলি সত্য হওয়ার দলীল নহে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহ থাকা ঐ দলের সত্যতার প্রকৃষ্ট দলীল। যেহেতু, আলেমগণ শুনিয়া বলেন এবং ওলিগণ দেখিয়া বলেন।

পূর্ববর্ণিত আয়াত শরীফের তাফছীর

বন্ধুগণ! এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিত এবং ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা শুধু আয়াত শরীফের মর্মোপলব্ধির ভূমিকা মাত্র। এক্ষণে, তাহার তাফছীর করা হইতেছে। গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ বিংবা শ্রবণ করিয়া নিজ ঈমানকে দৃঢ ও সতেজ করুণ।

الا ان اولياء الله যেই 'মজমনকে' 'এনকার' করিবার সম্ভাবনা থাকে সেই স্থানে আরবী ভাষার الا আলা অথবা ان ইন্না কিংবা ه হা এইরূপ 'হরফে

তাম্বী ও তাকিদ ব্যবহৃত হয়। যেহেতু আল্লাহর এলেম ছিল যে আওলিয়া আল্লাহর ফাজায়েল এবং কামা-লাত, তাহাদের মারাতেব এবং দারাজাত এবং তাহাদের শক্তি ও ক্ষমতা সমূহের মুনকের বহু হইবে, সেইহেতু, ঐ মজমুনকে ঐ রূপে দুইটি 'হরফে তাকিদের' দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। যথা الا ان— খবরদার নিশ্চয়ই। 'আওলিয়া' ওলির জমা অর্থাৎ বহুবচন। 'ওলি' শব্দের কতক অর্থ আছে— ক্বরিব, দোস্ত, নাছের, মদদগার। এখানে ওলি অর্থ, ক্বরিব, অথবা নাছের অথবা দোস্ত অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করনেওয়ালা আল্লাহর দোস্ত, কিংবা আল্লাহর ধর্ম্মের সাহায্যকারী আল্লাহর দোস্ত। আওলিয়া আল্লাহ তিনি হন যাহাকে আল্লাহ বাছুনি করিয়া নেন। আর শয়তানের দোস্ত ঐ ব্যক্তি যাহাকে শয়তান অথবা আমাদের নফছ বা প্রবৃত্তি বাছুনি করিয়া লয়। তাহাদিগকে—

اولياء الشياطين يا اولياء من دون الله ياحزب الشيطان

অর্থাৎ শয়তানের দোস্ত অথবা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দোস্ত কিংবা শয়তানের লস্কর বলা হয়। কোরআনে কারিমে—اولياء من دون الله আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দোস্ত-এর প্রতি কঠোর শাসনের বাণী আসিয়াছে। এবং তাহাদিগকে যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কাফেল বলা হইয়াছে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহর শানে বর্ণিত আয়াত শরীফে তা'রিফ-প্রশংসা আসিয়াছে। এই জন্যেই শুধু আওলিয়া আল্লাহ বলা হইয়াছে যেন শয়তান দুরে থাকে।

لاخوف عليهم ولا هم يحزنون আয়েন্দা (ভাবী ক্ষতি হওয়ার ভয়কে খৌফ বলা হয়। আর অতীত যুগের চিন্তাকে গম্ বলা হয়। অতএব আওলিয়া আল্লাহর জন্য না আয়েন্দার (ভবিষ্যতের) ভয় না অতীত যুগের চিন্তা (অনুশোচনা) কিছুই নাই। এই সমস্ত লোক অর্থাৎ আওলিয়া আল্লাহ এই উভয়বিধ মুছিবত হইতে মুক্ত। বহুলোক প্রশ্ন করিয়া থাকে— আওলিয়া আল্লাহ কিরূপে নির্ভীক বা ভয়শূন্য হইতে পারেন? ভয়তো ঈমানের মধ্যে সামেল। ঈমান ভয় ও আশার উপরই নির্ভয় করে এবং স্থিতি লাভ করে। আল্লাহর ভয়, কিয়ামতের ডর এবং ঈমান সহকারে মৃত্যু হয় কিনা এই ভয় সকলেরই তো আছে। (হেকায়েত) মোল্লা আলী ক্বারী শরহে ফেকহে আকবরের মধ্যে লিখিয়াছেন— হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) এর নিকট একদা এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— হে বায়েজিদ! আপনার দাড়ী ভাল না আমার বলদের লেজ ভাল। তিনি উত্তরে বলিলেন— মা, যদি আমার 'খাতেমা বিল খায়ের' হয় তবে আমার দাড়ী তোমার বলদের লেজ হইতে বহুৎ ভাল। আর

যদি মৃত্যুর সময় ঈমান হারা হইয়া যাই তবে তোমার বলদের লেজই আমার দাড়ী হইতে ভাল। কেননা তখনতো আমি জাহান্নামী হইয়া যাইব।

বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) সুলতানুল আরেফীন হইয়াও তাহার এত ভয়, তবে এই আয়াতের কি অর্থ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই— ভয় দুই প্রকার, (১) 'মুজির' (২) 'মুফিদ মুজির'। অর্থাৎ ক্ষতির ভয় নাই, নাই ফায়দার ভয়ও। এই জন্যেই عليهم আলাইহিম বলা হইয়াছে لهم লাহুম বলা হয় নাই। আলা ক্ষতির জন্য আসিয়া থাকে। কোরআনে কারিমে কোন কোন জায়গায় ভয়কে خشية খাশিয়াত বলা হইয়াছে। যথা—
অথবা-

لرءيته خاشعا متصد عامن خشيته الله

انما يخشى الله من عباده العلماء

যদি কেহ ঠাণ্ডার ভয়ে অথবা দুনিয়ায় ক্ষতির ভয়ে নামাজ না পড়ে, মসজিদে না যায় কিংবা জাকাত, হজ্জ ইত্যাদি হইতে দূরে থাকে, অথবা চাকুরীর ভয়ে দাঁড়ী না রাখে। এই ক্ষতি, ঐ ভয়। অর্থাৎ, আওলিয়া আল্লাহগণের জন্য এই সমস্ত বিষয়সমূহের ভয় নাই। ওলি কাহাকে ভয় করিবেন, সমস্ত আলমই ওলিকে ভয় করে। আওলিয়া আল্লাহগণ বাঘের উপর ছওয়ার হইতেন। তাঁহাদের নাম শুনিয়া শয়তান পালায়ন করে। হযরত ছফিনা (রাঃ) যিনি হযরত রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের গোলাম ছিলেন, জঙ্গলের বাঘ তাহাকে রাস্তা দেখাইয়া দিতো এবং তাহার সম্মুখে কুকুরের মত লেজ নাড়িয়া নাড়িয়া চলিতো। যখন আলমের সকলে তাহাকে ভয় করে তখন তিনি কাহাকে ভয় করিবেন? তাঁহারা সত্য কথা বলিতে কাহাকেও ভয় করে না। হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ) আকবরের নিজের বানানো দ্বীনে এলাহীকে চুড়মার করিয়া দিলেন। তাঁহারা কোন বাদশাকে ভয় করিতেন না এবং অবশেষে সকলেই তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিতো। যেমন বাদশাহ আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রাঃ) আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

আওলিয়া আল্লাহগণ কখনো এমন কাজ করিতেন না, যার পরিণাম ভাল নহে। কেননা সদা সর্বদা তাঁহারা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহারা খেলাধুলা আজে বাজে এবং নাজায়েজ কথা বার্তার সময় পাইতেন না। তবে আবার তাঁহাদের ভয় ও চিন্তা কিশের?

ঐ প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই— বর্ণিত আয়াতে কারিমা কিয়ামতের দিন সম্বন্ধে আসিয়াছে। অর্থাৎ ঐ দিন সকলেরই আয়েন্দা হিসাব কিতাবের খটকা, পুলছেরাত, দোজখ, আল্লাহর গজবের ভয় এবং নিজের অতীত জীবনের চিন্তা (শোচনা) ও নাদামাত (অপমান) হইবে। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহ এই উভয়বিধ ভয় হইতে আজাদ।

ছুফিয়ানে কেরাম বলিয়াছেন— এই স্থানে (আয়াতে) আওলিয়া বলা হইয়াছে আম্বিয়া বলা হয় নাই। অর্থাৎ, বর্ণিত আয়াত শরীফে اولياء الله আওলিয়া আল্লাহ বলা হইয়াছে, انبياء الله আম্বিয়া আল্লাহ নহে। কেননা ঐ দিন আওলিয়া আল্লাহ ব্যতীত সকলেই ভয়ে আতঙ্কিত হইবেন। আম্মাতুল মুসলেমীন বা আম মুসলমানগণ নিজ নিজ জানের ভয়ে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামগণ সারাজাহানের ভাবনায় ভাবিত ও ভীত হইবেন। নবীগণ নিজ উম্মতের যে দোজখে যাইবে তার চিন্তায় এবং বাকী উম্মতের ভয়ে আকুল থাকিবেন। এই জন্যেই ঐ দিন নবীগণ পুলছেরাতের উপরে رب سلم سلم রাব্বি ছাল্লিম ছাল্লিম বলিতে থাকিবেন। কিন্তু আওলিয়া আল্লাহগণের না-নিজের না-অন্যের ভয় ও চিন্তা থাকিবে, যেহেতু, তাঁহারা শাফায়াতের জিম্মাদার নহেন। তফছীরে রুহুল বয়ান— হাদীছ শরীফে আঁ-হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন— কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের আওলিয়াগণকে নাবীগণ ঠাট্টা করিবেন। ইহার মতলব এই যে, যেমন, কোন বাদশাহ তাহার আজাদ জিন্দেগানীতে কোন আজাদ গরীব মানুষকে ঠাট্টা করিয়া থাকেনঃ বাঃ কী সুন্দর আরামের জিন্দেহগীহ না তাহার! তদ্রুপই হইবে নবীগণের ঠাট্টা। আওলিয়াগণের নিজের হিসাবের ভয় থাকিবে না। কেননা কিয়ামতের দিন আমরা হিসাব দিব। কিন্তু আওলিয়াগণ আল্লাহর নিকট হইতে হিসাব নিবেন। যখন আমীন মালেকের আমানত হইতে বেশী বেশী মালেকের কাছে খরচ করিয়া থাকে, তখন আমীন মালেকের নিকট হইতে হিসাব নিয়া থাকে। আর যদি সমান সমান অথবা কম খরচ করিয়া থাকে তবে সে আমিন মালেককে হিসাব দেয়। তদ্রুপ, যাহার ৪০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল, সেই ব্যক্তি যদি ঐ পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা কম আদায় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আল্লাহকে হিসাব দিবে। পক্ষান্তরে যেই ছিদ্দিক এবং ফারুক ও তাঁহাদের অনুসারীগণ নিজেদের সব কিছু একমাত্র আল্লাহপাকের রাস্তায়ই খরচ করিয়াছেন, এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আল্লাহর বন্দেগীতে লুটাইয়া দিয়াছেন তাঁহারা নিজেদের হিসাব আল্লাহর নিকট হইতে

নিবেন। তাঁহাদের জন্য হিসাবের দিন বড়ই খুশীর দিন হইবে। এই জন্যেই কালামে পাকে ইরশাদ হইয়াছে— - خوف عليهم ولاهم يحزنون ওলিদের কোন ভয় নাই, নাই কোন চিন্তা তাহাদের। তাঁহারা রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াছাল্লামের দামানের মধ্যে এত আরামের শুইবেন যে, কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা একেবারেই তাহাদের খবর হইবে না, জ্ঞাত হইবে না।

ڈھونڈا ھی کرین صدر قیامت کے سپاھی

وہ کس کو ملے جو ترے دامان میں چھپا ھون

কিন্তু হুজুর শাফিউল মুজনেবীন রহমতে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জন্যে সমস্ত আলমের হিসাব চিন্তা থাকিবে। একবার হযরত ছিদ্দিকাতুল ক্বোরবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হা হুজুরেপাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন— ইয়া রাছুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আপনাকে কোথায় তালাস করিলে পাওয়া যাইবে? হুজেরে পাক উত্তরে বলিলেনঃ মিযানে কিংবা পুলছেরাতে অথবা হাউজে কাওছারে।

হুজুর সরকারে দো'আলম শাফীউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কিয়ামতের দিন উক্ত তিন জায়গায় উপস্থিত থাকিয়া— কোন সময় সেজদায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুপারিশ করিবেন। কোন সময় পুলছেরাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে এমন লোকদিগকে ধরিয়া উঠাইবেন। কোন সময় গোনাহ্‌গার উম্মতের হাল্কা-পাতলা পাল্লাকে ভারী করিয়া দিতে থাকিবেন। কেহ দামানে ধরিয়া রাখিবে, কেহ নিরাশ হইয়া হুজুরকে ডাকিতে থাকিবে— হুজুর, আমার দিকে আসুন! উজন আরম্ভ হইবে, কেহ কেহ হুজুরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। কোন কোন ব্যক্তিকে ফেরেশতায় দোজকে নিয়া যাইতে থাকিবে; এমন সময় তারা বার বার হুজুরের দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে। ফলকথা, হুজুর রহমতে আলম শাফীউল মুজনেবীন এক জন আর চিন্তা সারা জাহানের।

کوئی قریب ترازو کوئی لب کوثر
کوئی صراط پہ انکو پکارتا ہوگا
کسی کے پلہ پہ ہوئین گے وقت وزن عمل
کوئی امید سے منہ انکا تک تا رہا ہوگا ۔
کسی طرف سے صدا ائے گی حضور آو
نہین تو دم مین غریبون کا فیصلہ ہوگا
کسی کو لیکے چلینگے فرشتے سوئے جہیم
کوئی راستہ ٹھہر کے دیکھتا ہوگا
عزیز بچرکو مان جس طرح تلاش کرے
خدا گواہ ہے یہ ہی حال اپ کا ہوگا

এই-ই তো কিয়ামতের অবস্থা। আর দুনিয়ায় হুজুর শাফীউল মুজনেবীনের মেহেরবাণীর অবস্থা এই যে, সমস্ত গোনাহ্গার উম্মত সারা রাত্রি আরাম আয়াসে ঘুমায় আর তিনি গোনাহ্গারের জন্য সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটান। এক এক রাকাতের মধ্যে সারা রাত্রি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িতে পড়িতে ভোর করিয়া দিতেন।

. من تعذ بهم فانهم عبادك

وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم

অর্থ— হে মাওলা! যদি আমার গোনাহ্গার উম্মতকে আজাব দেন, তবে আহারা আপনার বান্দা। আর যদি মার্জনা করিয়া দেন তবে আপনি আযীয হাকীম।

কিয়ামতের দিন পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। আওলিয়া আল্লাহগণ গোনাহ্গারদিগকে আল্লাহর দরবারে পৌছাইয়া নিশ্চিন্ত ও বেফিকির হইয়া যাইহু। এই জন্যেই ফোরকানে হামীছে বলা হইয়াছে—

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

বর্ণিত আয়াত শরীফ ওলির ২টি পরিচয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব ওলিকে সত্যিকারের মোমেন এবং পরহেজগরীতেও শ্রেষ্ঠতম হইতে হইবে। অর্থাৎ, ওলির জন্য ঈমান ও পরহেজগারী অপরিহার্য। ঈমান ও পরহেজগারী তিনটি শ্রেণী আছে। তজ্জন্যই বেলায়েত ও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—

(১) বেলায়েতে আম, (২) বেলায়েতে খাছ ও (৩) বেলায়েতে আখাচ্ছুল খাছ। ঈমানের হাকীকত এই যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে সর্বাঙ্গীনরূপে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মানা। ইহাতে সকল কথাই আসিয়াছ। যে ব্যক্তি হুজুরকে সর্বাঙ্গীনরূপে অর্থাৎ যেইরূপ ভাবে হুজুরকে মানা উচিত ঠিক সেইরূপ ভাবেই মানিয়াছে, সে আল্লাহকে, কোরআনকে, কিয়ামত, বেহেশত-দোজখ সবকিছুই মানিয়াছে। বিশ্বাসের তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে। যথা—

علم اليقين - عين اليقين - حق اليقين -

অর্থাৎ, 'এলমুল একিন, আইনুল একিন ও হক্কুল একিন। কোন বিষয় শুনিয়া বিশ্বাস করা علم اليقين এলমুল একিন দেখিয়া বিশ্বাস করা عين اليقين আইনুল একিন, এবং উহাতে ফানা হইয়া (অর্থাৎ সম্পৃক্ত হইয়া) বিশ্বাস করাকে حق اليقين হক্কুল একিন বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়— কেহ শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছে যে অগ্নি গরম অথচ কোন সময় অগ্নি দেখে নাই। তাহার এই বিশ্বাসকে علم اليقين এলমুল একিন বলে। দ্বিতীয়তঃ অগ্নির পার্শ্বে বাসিয়া অগ্নির গরম অনুভব করিতে পারিয়া যে বিশ্বাস লাভ হইয়াছে তাহাই عين اليقين আইনুল একিন। তৃতীয়তঃ আগুনের মধ্যে পড়িয়া অগ্নিতে ফানাফিন্নার হইয়া গরম অনুভব করতঃ যেই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহাই حق اليقين হক্কুল একিন। প্রথম বিশ্বাসটি তো সকল মুসলমানেরই আছ। যাহার উপর ঈমানের দারমাদার (ভিত্তিমূল) রহিয়াছে এবং ইহাই ঈমানের প্রথম দরজা। দ্বিতীয় বিশ্বাস খাছ আঁ'হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের প্রতি। এই বিশ্বাস হাছিল কারিবার জন্যেই হযরত খলিল আলাইহিচ্ছালাম আল্লাহর দরবারে আরজ করিয়াছিলেন رب ارنى كيف تحى الموت তৃতীয় প্রকারের বিশ্বাস فنافى الله ফানাফিল্লাহ অথবা فنافى الرسول ফানাফির রসুলের মধ্যে হাছেল হইয়া থাকে। যখন ওলি দরজায় পৌঁছেন তখন তাঁহার এই অবস্থা হয় যে, যখন আল্লাহ খাওয়ান তখন খান, আল্লাহ যখন পান করান তখন পান করেন। আল্লাহ বলান তো বলেন। তা-নাহইলে চুপ থাকেন। মেশকাত বাবুজজিক্‌রের মধ্যে এক হাদীছে কুদছীতে ইরশাদ হইয়াছে— আল্লাহ বলেনঃ আমি ওলির হস্ত হইয়া যাই যা দ্বারা সে

ধরে, আমি ওলির মুখ হইয়া যাই যা দ্বারা সে বলে এবং এ অবস্থায় পড়িয়া বহু লোক انا الحق 'আনাল হক্ক' বলিয়া ফেলিয়াছে এবং কতক سبحانى ماعظم شانى ছুবহানী মা আজামুশানী বলিয়াছেন, দেখা যায়। এই জন্যেই জঙ্গে বদরের মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম কংকরের মুষ্টি কাফেরদিগের উপর নিক্ষেপ করিলে আল্লাহ বলেন—

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

তাক্বওয়া অর্থ— ডরান বা বাঁচান। ইহার তিনটি শ্রেণী আছে। যথা— تقوى عوام তাক্বওয়া আম تقوى خص الخواص তাক্বওয়া আখাচ্ছুলখাছ। নাজায়েজ কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা আম লোকের তাক্বওয়া এবং সুবা-সন্দেহের কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকা খাছ লোকের তাক্বওয়া। কিন্তু আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পৃথক থাকা আখাচ্ছুল-খাছ লোকের তাক্বওয়া। যে জিনিস আল্লাহকে ভুলাইয়া দেয় উহা হইতে দূরে ফিরিয়া কিংবা উহাকে হটাইয়া দেওয়া পুরুষ লোকের অর্থাৎ মহাপুরুষের কার্য।

(হেকায়াত) হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাঃ) সুলতানোতে বোখারা ছাড়িয়া মক্কা মুওয়াজ্জামায় পৌঁছিয়া স্বীয় পিতা আদহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে পিতৃ হৃদয়ে মুহব্বতের জুস্ যখন আসিল তখন কলিজার টুকরা প্রিয়তম পুত্রকে ছিনার সঙ্গে লাগাইয়েলন, মুহব্বতের আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিলেন। তৎক্ষনাৎ আওয়াজ আসিলঃ হে আদহাম! যে দিলে আমার মুহব্বত আছে ঐ দিলে কি অন্যের মুহব্বতের স্থান হইতে পারে? হযরত আদহাম (রাঃ) আরজ করিলেন— হে মাওলা! (এই মুহূর্ত্তে) আমার পুত্রের মৃত্যু দাও। এক্ষণে, এই খেয়াল মোটেই নাই যে প্রিয়তম পুত্র কলিজার টুকরা বে-কছুর। এক্ষণে, শুধু এই মাত্র ধারণা— এই পুত্র আমার এবং আমার মাশুকের মধ্যে পরদা করিয়া দিয়াছে, অতএব তাহাকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্তব্য। কিতাব ফাওয়ায়েদুল ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৬০— (হেকায়াত) সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাহবুবে এলাহি নেজামুদ্দীন আওলিয়া বাদায়ুনী দেহলুভী (রাহঃ) বলিয়াছেনঃ এক ব্যক্তি দরিয়ার কিনারে থাকিতেন। একদা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেনঃ যমুনার তীরে তীরে এক দরবেশ বসিয়া আছেন, তাঁহাকে খানা খাওয়াইয়া আস। স্ত্রী আরজ করিলেনঃ ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে যমুনা নদীর মধ্যে কোন নৌকা নাই, তবে নদী কেমন করিয়া পার হইব? স্বামী তখন বলিয়া দিলেনঃ যাও, দরিয়ার নিকট গিয়া বলিও— আমি ঐ ব্যক্তির পক্ষ হইব হইতে আসিয়াছি যিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ স্ত্রীর নিকট যান নাই। স্ত্রীলোকটি

যারপর নাই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কেননা, তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির আদাব ভাল ছিল অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি নেহায়েত নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। অতএব কিছুই না বলিয়া নীরব রহিলেন এবং দরবেশকে খাওয়াইবার নিমিত্ত রওয়ানা হইলেন। অতপর দরিয়ার নিকট পৌঁছিয়া ঐ কথাই বলিলেন। তৎক্ষণাৎ, কুদরতী অসস্থায় দরিয়াল মধ্যে দিয়া শুক্না রাস্তা হইয়া গেল। দরিয়া পার হইয়া দরবেশ কে খানা খাওয়াইয়া স্ত্রী লোকটি যখন ফিরিয়া আসিবেন তখন ঐ দরবেশ তাঁহাকে বলিয়া দিলেনঃ দরিয়ার নিকট বলিও— আমি ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি কোন সময়ও কোন কিছু খান নাই। এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি আরও বেশী আশ্চর্যান্বিত হইলেন। এইমাত্র খানা খাইলেন, অথচ তিনিই বলেনঃ আমি কোনও সময় কোন কিছুই খাই নাই। যাহোক এবারও তিনি চুপ রহিলেন। অতঃপর দরিয়ার সহিত যাহা বলিবার ছিল বলিলেন এবং তথায় অনুরূপ কুদরতী রাস্তা হইয়া গেল। তিনি গন্তব্য পৌঁছিলেন। একদিন স্ত্রীলোকটি তাঁহার স্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ঐ দিন আপনার এবং দরবেশের কথার মধ্যে কী রহস্য ছিল। উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ আমরা নিজের নফছের (প্রবৃত্তির) জন্য কোন কিছুই করিনা, যাহাকিছু করিয়া থাকি কেবল আল্লাহর জন্য। কাজেই আমাদের কার্য আমদের জন্য كالعدم 'কাল আদম' অর্থাৎ না করার মত। দেখুন, তাক্বওয়ার এই অবস্থা। এই জন্যেই বলা হইয়াছে—. الذين منوا وكانوا يتقون যেমন, ঈমান এবং তাক্বওয়া তদ্রুপ বেলায়েত।

لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة

বুসরা শব্দের কয়েকটি অর্থ— بشرى বুসরা ইছমে মফউল, ইহার অর্থ— খুশির জিনিস। অতএব ইহকালে ও পরকালে প্রকৃত খুশী আওলিয়া আল্লাহগণের জন্যেই। কেননা তাঁহাদের দীলে দুনিয়ার চিন্তা নাই। তাঁহার জন্য দুনিয়ার চিন্তা যেমন দরিয়ার পানি এবং তাঁহাদের দীল নৌকা। দরিয়াতে যদি নৌকা থাকে তবে নিরাপদ। আর যদি নৌকার উপর দরিয়া প্রবল হয় তবে নৌকা বরবাদ। আমাদের উপর দুনিয়া প্রবল এবং আওলিগণ দুনিয়ার উপর প্রবল। মাওলানা রুমী (রাঃ) বলেন—

اب درکشتی هلاک کشتی است
اب الذرزیر کشتی پشتی است

আল্লাহ ও রাসূলের এশকে তাঁহাদের দিলের মধ্যে ভয় ও চিন্তার আভাস নাই। যেই ঘরে মালিক নাই ঐ ঘরে বিপদ। কিন্তু যেই ঘরে মালিক থাকে এবং প্রদীপ আলো দেয়, সেই ঘরে কেমন করিয়া অন্য জন থাকিতে পারে?

(হেকায়াত) তাফছীরে রুহুল বয়ানে আছে যে এ ব্যক্তি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সঙ্গে স্বপ্নযোগে সাক্ষৎ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি আপনার একটি হাদীছ শুনিয়া যে, মুমীনের আত্মা এত শান্তি তে বাহির করা হয় যে, যেমন গুলা আটা হইতে একটি চুল। এই হাদীছটি কি সত্য? হুজুর উত্তর করিলেনঃ হাঁ। তখন ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে কোরআনে তো জান (আত্মা) বাহির করা সম্বন্ধে বড়ই দুঃখ কষ্ট হইবে বলিয়া প্রমাণ রহিয়াছে। যথা—

كلا اذا بلغت الترقى وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذن المساق -

তবে এই আয়াতে এবং হাদীছের মধ্যে মুতাবেকাত কেমন করিয়া হইবে? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম উত্তর দিলেনঃ ছুরায়ে ইউছুফ তেলাওয়াত কর, ইহাতে তোমার উত্তর পাইবে। সে জাগ্রত হইয়া ছুরায়ে ইউছুফ পাঠ করিল, কিন্তু বুঝ আসিল না। অতঃপর নিরুপায় হইয়া ঐ সময়ের আলেমের খেদমতে হাজীর হইল। আলেম উত্তর দিলেনঃ ছুরায়ে ইউছুফের এই আয়াতে প্রশ্নের উত্তর আছে—

فلما راينه اكبر نه وقطعن ايد يهن قلنا حاشا الله ماهذا بشراً ان هذا الاملك كريم -

অর্থাৎ, মিশরের মেয়েলোকদিগকে হযরত জুলাইখা (রাঃ) দাওয়াত করিয়া খানা খাওয়াইবার পর তাহাদের হাতে লেবু এবং ছুরি দিয়া বসাইলেন। তারপর হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের চেহারা হইতে নেকাব উঠাইয়া ইউছুফ আলাইহিচ্ছালের রূপ দেখাইয়া বলিলেনঃ এখন তোমরা লেবু কাটো। তাহার হুশ-হারা হইয়া লেবুর স্থলে হাত কাটিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল سبحان الله— ছুবহানাল্লাহ! এহেন সৌন্দর্য মানুষের মধ্যে নাই বরং ফেরেশতা!! দেখুন মেয়েলোকদের হাতে ছুরি চালাইল, হাত কাটিল, রক্ত বাহির হইল, বিষ-বেদনা ও হইল কিন্তু হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের রূপ ও সৌন্দর্যের মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন হইয়া গেল যে, দুঃখ-কষ্টে আফছুছ অনুতাপ করিল না। না বেদনার অবস্থা, না কষ্ট অনুভব, কিছুই ছিল না। বরং

অবস্থা এই ছিল যে, হাত কাটিতেছে এবং ইউছুফ আলাইহিচ্ছালামের সৌন্দর্যের প্রশংসা ও করিতেছে। তদ্রুপ, নেককার মানুষ ছাকরা তুল মউতের সময় হুজুর নূরে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছ্ছাল্লামার সৌন্দর্যের জামাল দেখিতে পাইবে। তখন অবস্থা এই হইবে যে, আত্মা বাহির হইতে থাকিবে এবং সম্মুখে জামালে মোস্তাফা থাকিবে। মরণে ওয়ালাব্যক্তি দেখিয়া বলিতে থাকিবে-তোমার সৌন্দর্যের উপরে কোরআন, তোমার কামালের উপর ফেদাহ, তোমাকে বানানেওয়ালা খোদা তায়ালার উপরে কোরবাণ! তোমার সুন্দর চেহারার উপরে কোরবান, তোমার কথার উপরে ছদকাহ!! তোমার চালচলনের উপর কোরবান!!!

ফলকথা, মরণেওয়ালা কোরবান হইতে থাকিবে, এই অবস্থায় জান বাহির হইয়া যাইবে, সে অনুভবও করিতে পারিবে না। এই ঘটনায় কষ্টের কথা বলা হইয়াছে এবং হাদীছ পাকে মৃত্যুর সময় কষ্ট হইবে না বলা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে বিরোধ ভাব নাই। এ-ইতো জিন্দেগী এবং মৃত্যুর অবস্থা। রহিল কবর। কবরতো দিদারে মোস্তফারই স্থান। উহাও তাঁহার প্রিয় জায়গা। এক্ষণে রহিল কিয়ামত। আওলিয়াগণ হযরত মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের দামানে আমানের সহিত থাকিবেন। প্রথম দুনিয়াবী 'বাসারাত' ছিল এবং ইহা পারকালের সুসংবাদ। ভালস্বপ্ন অথবা কাশ্‌ফ অথবা এলহাম দ্বারা প্রমাণিত হয়। হাদীছ শরীফে আছে যে, ভলস্বপ্ন নবুওয়তের ৪০ ভাগের ১ ভাগ। নবুয়তের জামানা ২৩ বৎসর এবং ইহার পূর্বে সত্যস্বপ্ন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের ৬ মাস পর্যন্ত হইয়াছিল এবং পরকালের সুসংবাদ ফেরেশতাদের দেওয়া সুসংবাদ এবং তাহাদের ছালাম দেওয়া অথবা দুনিয়াবী সুসংবাদ দ্বারা দুনিয়ায় নেকনাম বুঝায় এবং পরকালের সুসংবাদ দ্বারা পরকালেরই মঙ্গল বুঝায়। দেখুন, আওলিয়া আল্লাহ্‌গণের পরলোক গমনের পরও দীলের উপর হুকুমত করিয়া থাকেন। হযরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা বলেনঃ দুনিয়াবী সুসংবাদ তো মৌতের সময় জানাইয়া দেওয়া সুসংবাদ, এবং পরকালের সুসংবাদ এই যে, যাহা মৌতের পর শুনাইয়া দেওয়া হয়।

(মোছআলা) এই আয়াতের দ্বারা জানা গেল যে, মুসলমান যাহাকে ওলি মনে করে তিনি আল্লাহর দরবারেও ওলি। কেননা এই স্থানে দুনিয়ার সুসংবাদকে ওলির আলামত (লক্ষণ) বলা হইয়াছে। এবং মুসলমানের কাহাকেও ওলি বলা, ইহা দুনিয়ারী 'বাসারাত' বা সুসংবাদ।

(লতিফা) অনেক বেআদব প্রশ্ন করিয়া থাকে যে ছুন্নীরা যাহাদের কবর জিয়ারত করে এবং তাজীম করিয়া থাকে তাহাদের মৃত্যু ঈমানের সঙ্গে হইয়াছে

কিনা ইহারতো খবর নাই, তবে আবার মাজারে তজীম কিরূপ হইতে পারে? যদি মৃত্যুই ঈমানের সঙ্গে না হইয়া থাকে তবে ওলি কি করিয়া হইতে হারে?

উত্তর— মুসলমান যাহাকে ওলি জানে সে-ই ওলি। কেননা মুসলমানের ওলি জানা ওলি হওয়ারই আলামত। হুজুর ছাইয়েদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন—

انتم شهداء الله فى الارض অর্থ 'তোমার দুনিয়ায় আল্লাহর সাক্ষী।' মোল্লা আলী ক্বারী (রাহঃ) ঐ হাদীছের শরাহর মধ্যে লিখিয়াছেন যে সৃষ্টের জবানই স্রষ্টার কলম। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ হাদীছে তো ছাহাবায়ে কেরামের জন্য; ছাহাবায়ে কেরাম যাহাকে সাক্ষ্য দিতেন সে-ই বেহেশতী। কেননা হাদীছে মধ্যে আন্তুম শব্দ তাঁহাদের উপরই বর্ত্তে।

উত্তর— যদি এই মতলব হয় তবে তো আমাদের উপর নামাজ ফরজ নয়, জাকাত ফরজ নয়, হজ্জ ফরজ নয়। কেননা ঐ সমস্ত হুকুম খেতাবের শব্দের দ্বারাই হইয়াছে। এবং কোরআন শরীফ নাজেলের সময় তো শুধু ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন, আমরা তো ছিলাম না। তখন আর কোন উত্তর থাকিবেনা শুনুন আন্তুম শব্দ খাছ বটে কিন্তু আদেশ তাহার আম কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানের নামাজ রোজা করিতেই হইবে। খেতাব খাছ হুকুম আম বন্ধুগণ। ফলকথা এই যে, দুনিয়ার মধ্যে মুসলমান যাহাকে ওলি জানে সে-ই ওলি। ইহাই দুনিয়ার সুসংবাদ। এবং পরকালে আমলনামা ডাইন হাতে আসা, চেহারা উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি পরকালের সুসংবাদ।

বন্ধুগণ! এই পর্যন্ত লিখিয়াই 'নির্ভয়বাণী বা মারেফাত ভাণ্ডার' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইতি দিলাম। যাহারা পাঠ করিবেন তাহারা আমার জন্য এবং সমস্ত ছুন্নী মুসলমানের জন্য দোয়া করিবেন যেন আল্লাহপাক ঈমানের সঙ্গে খাতেমা বিল খায়ের করেন ও পরকালে আমার হুজুরে পাক শাফীউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের গোলাম বানাইয়া হাসরে উঠান। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

الصلواة والسلام عليك ياشفيع المذ نبين -

আচ্ছলাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা ইয়া শাফীয়াল মুজনেবীন!

তাং-১লা পৌষ ৭৭ বাংলা। মাওলানা আকবর আলী রেজভী ছুন্নী আল্-ক্বাদরী।

এস্তেহার ঃ-

মাওলানা রেজভী সাহেবের লিখিত কেতাবাদির নামসমূহ ও বিবরণঃ

১। কাশফুল হেজার আন মাছায়েল ইছালে ছাওয়াব বা মানব মৃত্যুর পর মুক্তির ব্যবস্থা-উক্ত কেতাবে ইছালে ছাওয়াব ও ওরছ এবং মুসলামন মৃত্যুর পর তিন তারিখ, পাঁচ তারিখ, দশ তারিখ বিশ তারিখ ও চল্লিশ তারিখে খতবে কোনআন, ফাতেহা, মীলাদ শরীফ পড়া জায়েজ এবং তাহার নিয়ামবলী ও বিবরণ রহিয়াছে। মূল্য-৫০ পয়সা।

২। নির্ভয়বাণী বা মারেফাত ভাণ্ডার- ইহাতে শরীয়ত, মারেফাত এবং পীরি-মুরীদির বিস্তারিত আলোচনা ও দালায়ে রহিয়াছে। মূল্য-১.৩০

৩। নূরে খাদা রহমতে আলম বা ঈমান ভাণ্ডার-হইতে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম যে নূর এবং সকল সৃষ্টের রহমত এবং তাঁহার মুহব্বতই যে আছলে ঈমান তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। (১মম ২য়ম ও ৩য় খণ্ডে) প্রতি খণ্ডের মূল্য-১.০০

৪। ছায়েফে রেজভী (বঙ্গানুবাদ আলকাওকাবাতুশ শেহাবীয়) মূল্য-২.০০

৫। তাহক্বিকুল হক্ব-ইহাতে ছুন্নী ও ওয়াহাবীদের পরিচয় রহিয়াছে। মূল্য-১২পয়সা।

৬। বর্তমান প্রচলিত তবলীগের ইতিহাস। মূল্য-১২ পয়সা

৭। হুক্কার জাতি উচ্ছেদ ও গান বাজনার পতন। মূল্য-১২ পয়সা

৮। মাছায়েলে জরুরীয়া। মূল্য-১২ পয়সা

৯। ফাতয়ায়ে রেজভীয়া। মূল্য-৫০

১০। নাস্তিক মনবাদের প্রতিবাদ ও শানে আওলিয়ায়ে কেরাম। মূল-২৫

প্রকাশের পথে-

১১। বয়ানে মে'রাজ শরীফ। মূল্য-

১২। ফায়ছালার মীলাদ ওয়াল কেরাম-ইহাতে মীলাদ ও কেরামের বিস্তারিত আলোচনা ও অকট্য দালায়েল এবং মীলাদ পাঠের নিয়ামাবলী রহিয়াছে। মূল্য-

সমাপ্ত-